শ্রেণীকক্ষে ব্যাকরণ পাঠদান

কারক

কারকের সঙ্গা , কারকের প্রকারভেদ ও প্রত্যেকের সঙ্গা ছবি ও উদাহরণসহ।

ছেলেরা পুকুর থেকে **জাল** দিয়ে **মাছ ধরছে।**

ক্রিয়াপদের (verb) সঙ্গে নামপদ(noun) ও সর্বনাম(pronoun) পদের যে সম্পর্ক , তাকে কারক (case) বলে। এখানে **ধরছে** হচ্ছে কিয়াপদ। নামপদ হচ্ছে **ছেলেরা পুকুর মাছ** ও **জাল।**

প্রধান শিক্ষক মধ্যাহ্নে স্বহস্তে ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক বিতরণ করছেন। এই বাক্যে বিতরণ করছেন সমাপিকা ক্রিয়া।

ক্রিয়াকে বিভিন্ন প্রশ্ন :
কে বিতরণ করছেন- প্রধান শিক্ষক- কর্তৃকারক(Nomitative case)
কী বিতরণ করছেন-পুস্তক- কর্মকারক(objective case)

কী দিয়ে বিতরণ করছেন- করণকারক (Instrumental case)
কাদের নিমিত্ত বিতরণ করছেন –ছাত্রছাত্রীদের-নিমিত্তবাচক কারক(Dative case)
কোথা থেকে বিতরণ করছেন-গ্রন্থাগার থেকে- অপাদান কারক (ablative case)

কখন বিতরণ করেছেন-মধ্যাহ্নে- অধিকরণ কারক(Genetive case)

ক্রিয়ান্বয়ী কারকম্ । বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্পর্ককেই কারক বলে। একমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম পদে কারক হয়। বিশেষণ পদ যখন বিশেষ্য পদ রুপে ব্যবহৃত হয় তখন তারও কারক হয়।

বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।

-কে ?- কর্তৃসম্পর্ক
-কী/কাকে?- কর্মসম্পর্ক
-কীভাবে/কী দিয়ে ?- করণসম্পর্ক
-কাকে (দান বুঝালে)- নিমিত্ত সম্পর্ক
-কোথা থেকে ?- অপাদান সম্পর্ক
- কোথায়, কখন, কোন বিযয়ে ?- অধিকরণ সম্পর্ক

ক্রিয়ার সঙ্গে এই সম্পর্ক প্রধানতঃ ছয় প্রকার। তাই কারকও ছয় প্রকারের-
কর্তৃকারক,কর্মকারক,করণকারক, নিমিত্তবাচক কারক , অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক।

কর্তৃকারক

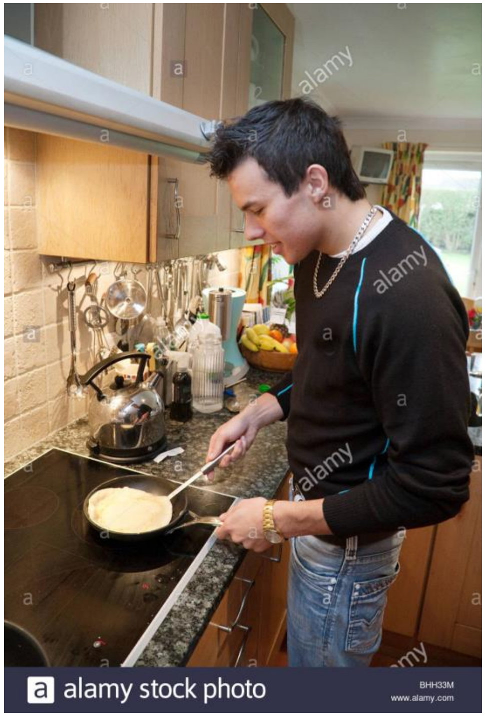

ছেলেটি রান্না করছে।–এই বাক্যে কে রান্না করছে? এই প্রশ্নের উত্তর ছেলেটি(কর্তা)। বক্যে সমাপিকা ক্রিয়াকে কে /কী দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক।

সঙ্গা: **যে বা যারা বাক্যস্থিত ক্রিয়া সম্পন্ন করে বা করায়,তাকে বা তাদিগকে কর্তৃকারক বলে।**

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ:

প্রযোজক কর্তা:যেমন- মা মেয়েকে চাঁদ দেখান। ***চাঁদ দেখা*** কাজটি মা মেয়েকে দিয়ে করিয়ে নেন।– এখানে কর্তা নিজে কাজটি না করে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলে, তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা।

প্রযোজ্য কর্তা: মা মেয়েকে চাঁদ দেখান। নিজের ইচ্ছায় নয়,মায়ের প্রেরণায় চাঁদ দেখে। মেয়ে প্রযোজ্য কর্তা।–অপরের প্রেরণায় যে ক্রিয়া সম্পাদন করে,তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা।

নিরপেক্ষ কর্তা: সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকার নামল। **গেলে** অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা **সূর্য**। **নামল** সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় নিরপেক্ষ কর্তা।– বাক্যে অসমাপিকাও সমাপিকা ক্রিয়ার পৃথক পৃথক কর্তা থাকলে,অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত না হওয়ায় নিরপেক্ষ হয়ে পরে, সেজন্য অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে বলা হয় ***নিরপেক্ষ কর্তা*।**

অনুক্ত কর্তা: মশাইয়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছে(ভাববাচ্য)?- কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক থাকে না, কর্তা উহ্য বা অনুক্ত হয়ে পড়ে। এই জাতীয় কর্তাকে অনুক্ত কর্তা বলা হয়।

ব্যতিহার কর্তা: ***রাজায় রাজায়*** যুদ্ধ হয়।–বাক্যস্থিত একই ক্রিয়ার দুই কর্তার পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পাদনের অর্থ প্রকাশিত হলে, ওই দুই করতাকে বলা হয় ব্যতিহার কর্তা ।

সহযোগী কর্তা: ***বাঘে গরুতে*** এক ঘাটে জল খায়।– ক্রিয়ার দুই কর্তার মধ্যে পারস্পরিকতা না বুঝিয়ে সহযোগিতা বোঝালে সহযোগী কর্তা হয়।

সমধাতুজ কর্তা: উৎসবের ***বাজনা*** বাজছে। **বাজ** ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্য পদ বাজনা, বাজ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়া **বাজছে**। -ক্রিয়াপদটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন,সেই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্য পদ ওই ক্রিয়ার কর্তা হলে তাকে বলা হয় ***সমধাতুজ কর্তা।***

বাক্যাংশ কর্তা: ভয় কারে কয় নাইকো জানা। -সমাপিকা ক্রিয়াবিহীন বাক্যাংশ বাক্যের কর্তা রুপে প্রযুক্ত হলে,তাকে বাক্যাংশ কর্তা বলে।

বিভক্তি ও অনুসর্গ প্রয়োগ: 0, এ, য়, তে,এতে বিভক্তি ও দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক ,হইতে অনুসর্গ প্রয়োগ।

কর্মকারক

ছাত্রীটি বই পড়ছে। কী পড়ছে ? বই(কর্মকারক) ।
বাক্যের ক্রিয়াকে কী,কাকে,কোনটি ইত্যাদি প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্ম।

সঙ্গা: কর্তা যা সম্পন্ন করে বা যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্ম বলে। কর্মকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পূর্নতা লাভ করে।

কর্মকারকের প্রকারভেদ:1. মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম
2. উদ্দ্যেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম
3. সমধাতুজ কর্ম
4.অনুক্ত কর্ম
5. অক্ষুন্ন কর্ম
6. বাক্যাংশ কর্ম
7. কর্মের বীপসা

বিভক্তির প্রয়োগ:0,এ,কে,রে,তে, দের বিভক্তির প্রয়োগ।

করণকারক

ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে। কী দিয়ে খেলছে?- পা(করণকারক)।

সঙ্গা:কর্তা যার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে করণকারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কী দিয়ে, কার দ্বারা ইত্যাদি প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই করণকারক।

করণের প্রকারভেদ: 1.যন্ত্রাত্মক করণ
2.উপয়াত্মক করণ
3.হেতুময় করণ
4.কালাত্মক করণ
5.সমধাতুজ করণ
6. ক্ষণাত্মক করণ

বিভক্তির প্রয়োগ: 0 বিভক্তি,এ,র ,য় বিভক্তি, দিয়া, দ্বারা , হইতে থেকে অনুসর্গের প্রয়োগ।

নিমিত্ত কারক

বস্তহীনকে বস্ত্র দাও।(বস্ত্রহীনের জন্য) ।
নিমিত্ত বাচক কারকে নিমিত্তবাচক পদ ও মুখ্য কর্ম পাশাপাশি থাকে। যথা- বস্ত্রহীনকে (নিমিত্তবাচক পদ) বস্ত্র (মুখ্য কর্ম) দাও।

সঙ্গা:স্বত্বত্যাগ করে স্বেচ্ছায় কারোর জন্য কিছু দান করলে তাকে নিমিত্তবাচক কারক বলে।

বিভক্তির প্রয়োগ: 0, এ,কে , তে , য়, র, রে বিভক্তির প্রয়োগ।

অপাদান কারক

গাছ থেকে আম পড়ে।(পতিত)

সঙ্গা:যা থেকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু পতিত, ভীত, চলিত, উৎপন্ন, গৃহীত, মুক্ত, বঞ্চিত, বিরত ইত্যাদি হয়, তাকে অপাদান কারক বলে।

Download from
Dreamstime.com
This watermarked comp image is for previewing purposes only.
ID 57217800
| Dreamstime.com